গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
ঢাকা

স্মারক নং পিডি/আইন/এমইটি-২/২০১০/ ৩৬২(৬৭) তারিখঃ১৫-৪-২০১০খ্রিঃ

প্রেরক ঃ কারা মহা পরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা

প্রাপক ঃ ১। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক
সকল কেন্দ্রীয় কারাগার।
২। তত্ত্বাবধায়ক
সকল জেলা কারাগার।

বিষয় ঃ **কারাগারে আটক দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের সেল নিয়মিত তল্লাশী করা প্রসংগে।**

১। গত ১৩-৪-২০১০ তারিখ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ''সব জেলখানায় সন্ত্রাসীদের হাতে মোবাইল ফোন'' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কারাগারে আটক সন্ত্রাসীরা কারাগারে বসেই মোবাইল ফোনে ব্যবসায়ীদের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে মর্মে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কাছে রিপোর্ট রয়েছে বলে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। এমতাবস্থায় কারাগারে আটক সন্ত্রাসীরা যাতে কোনভাবেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে না পারে সে লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়কের উপস্থিতিতে কারাগারের সকল সেল প্রত্যহ নিয়মিত যথাযথভাবে তল্লাশী করার এবং যে সকল কারাগারে নিয়মিত তত্ত্বাবধায়ক নেই সে সকল কারাগারে জেলারের উপস্থিতিতে নিয়মিত তল্লাশী কার্যক্রম পরিচালনা করাসহ শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সেলে নির্ধারিত কর্তব্যে যাওয়ার পূর্বে সকল প্রধান কারারক্ষী ও কারারক্ষীদের পুংখানুপুংখভাবে তল্লাশী করার জন্য নির্দেশ দেয়া হল।

১৫/৪/১০

মোঃ গোলাম হায়দার
কারা উপ মহা পরিদর্শক(সদর দপ্তর)
পক্ষে-কারা মহা পরিদর্শক।
prison.dte@yahoo.com
তারিখঃ১৫-৪-২০১০ খ্রিঃ

স্মারক নং পিডি/আইন/এমইটি-২/২০১০/ ৩৬২ /১(৪)

অনুলিপি অবগতির জন্য কারা উপ মহা পরিদর্শক, সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর এর বরাবরে প্রেরণ করা হলো।

১৫/৪/১০

মোঃ গোলাম হায়দার
কারা উপ মহা পরিদর্শক(সদর দপ্তর)
পক্ষে-কারা মহা পরিদর্শক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং পিডি/স-২/২০০৮/১৮-৭

তারিখঃ ১৫-৬-২০০৮ খ্রিঃ

প্রেরক ঃ কারা মহা পরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাপক ঃ ১। কারা-উপ মহা পরিদর্শক
সকল বিভাগীয় দপ্তর।

২। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক/তত্ত্বাবধায়ক
সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার।

বিষয় ঃ **কারাভ্যন্তরে তল্লাশী ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দীদের নিয়ন্ত্রণ প্রসংগে**

১। জানা যায় যে, কারাগারে আটক বন্দী ও তাদের মালামাল এবং সকল স্থাপনা যথাযথ ও কার্যকরভাবে বিধি মোতাবেক এবং পরিস্থিতি ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তল্লাশী করা হচ্ছে না। প্রায় সকল কারাগারেই বন্দীদের নিকট অবৈধ দ্রব্যাদি রয়েছে যা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা হানিকর।

২। আরো জানা যায়, অধিকাংশ কারাগারে নবীন ও নীরিহ প্রকৃতির ২/৩ জন বা সামান্য কম বেশী সংখ্যক কারারক্ষী দিয়ে নামেমাত্র তল্লাশী করানো হয়। অনেক কারাগারে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে বা ঐতিহ্যগতভাবে শুধুমাত্র শুক্রবারে তল্লাশী হয়। তল্লাশী কার্যক্রমে কারারক্ষী, প্রধান কারারক্ষী, সর্বপ্রধান কারারক্ষী এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ডেপুটি জেলার, জেলারও আন্তরিক নয় বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, যা মোটেও কাম্য নয়।

৩। তাছাড়া প্রত্যেক কারাগারেই বেশ কিছু দূর্ধর্ষ ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দী রয়েছে যাদের অনেকেই কারাভ্যন্তরে কতিপয় কারারক্ষী, প্রধান বা সর্বপ্রধান কারারক্ষীর প্রশ্রয়ে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকে। ডেপুটি জেলার, জেলার বা জেল সুপারও কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের প্রশ্রয় দিয়ে থাকে বলে জানা যায়। পারতপক্ষে এদের কোন রিপোর্টেও আনা হয়না। নিরাপত্তার জন্য এ জাতীয় বন্দীগণই বেশী ঝুঁকিপূর্ণ, আবার এমন অনেক বন্দী আছে যারা একাধিকবার হাজতী বা কয়েদী হিসেবে কারাভোগকারী ; এরাও কারাগারে সুবিধাভোগী ও প্রশ্রয়লাভকারীদের অন্যতম। এদের দ্বারাও কারাভ্যন্তরে অনেক অপকর্মের সম্ভাবনা থাকে। সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভালভাবে অবহিত আছেন মর্মে ধারণা করা যায়।

৪। যথাযথ তল্লাশী এবং সুবিধাভোগী দুর্ধর্ষ ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দীদের নিয়ন্ত্রণের অভাবে মাঝে মাঝে বন্দী পলায়নসহ অনাকাংখিত ঘটনার সূত্রপাত হয়। এমতাবস্থায় অত্র দপ্তরের ২২-৫-০৮ তারিখের পিডি/সঃ-২/২০০৮/১৬১(৭০) নং স্মারকের নির্দেশনাসহ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হলঃ

ক। কারাবন্দী ও তাদের মালামাল এবং ওয়ার্ড, সেল, হাসপাতাল যথাযথভাবে তল্লাশী করে বিদ্যমান সকল অবৈধদ্রব্য অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে ;

খ। ভবিষ্যতে অবৈধ দ্রব্য পুনঃপ্রবেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধে যথা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;

গ। বিধি মোতাবেক সকল স্থাপনা, বন্দী ও তাদের মালামাল নিয়মিত তল্লাশী করতে হবে ;

ঘ। তল্লাশী কাজ প্রতিটি কারাগারের সুবিধাজনক সময়ে এবং প্রায়শঃই আকষ্মিকভাবে (পূর্ব নোটিশ ব্যতিরেকে) সম্পন্ন করতে হবে ; প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গকে বা স্থানে রাতেও তল্লাশী করা যেতে পারে ;

ঙ। নামেমাত্র তল্লাশী পরিহার করে কার্যকরভাবে তল্লাশী করতে হবে। তল্লাশীর সময় জেলার, ডেপুটি জেলার এবং সুপার পালাক্রমে উপস্থিত থাকবেন। অন্তর্গমনকারী ডিউটিদলের সহিত ভেতরে ডিউটিরতদের যোগ করে বড় দলে সুচারুরূপে তল্লাশী করতে পারলে ভাল। স্থানীয়ভাবে নিয়োজিত গোয়েন্দা তৎপরতা, তল্লাশী ও নজরদারী জোরদার করতে হবে।

চ। সুপার বা জেলারের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে দৈনন্দিন পরিক্রমার সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বা স্থানে তল্লাশী করতে হবে এবং এর ফলাফল সুপার বা জেলারের মিনিট বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এ তল্লাশীও হবে যথাযথ ও কার্যকরভাবে, কোনভাবেই নামেমাত্র নয়। কারা উপ মহা পরিদর্শকগণ পরিদর্শনকালে এতদসংক্রান্ত সকল রেকর্ড ও রেজিষ্টার পরীক্ষা করে সুপার ও জেলার এবং কর্মচারীদের কর্মতৎপরতার বিষয়ে নিশ্চিত হবেন।

ছ। প্রতিটি কারাগারে আটক দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ও ঝুঁকিপূর্ণ এবং সুবিধাভোগী বা কথিত প্রশ্রয়লাভকারী পুরাতন ও বারংবার আগত বন্দীদের চিহ্নিত করতে হবে। তাদের অধিকতর নিরাপদ স্থানে আটক রাখতে হবে। তাদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাদের দৈনন্দিন তল্লাশীর আওতায় রাখতে হবে। সকল প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে তাদের প্রতি কঠোর নজরদারী নিশ্চিত করতে হবে। তাদের প্রতি যে কোন প্রকারের শৈথিল্য কঠোরভাবে দমন করতে হবে। এ জাতীয় বন্দীদের অন্যান্য বন্দী পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহার যতদূর সম্ভব পরিহার করতে হবে।

জ। কারারক্ষীসহ সর্বস্তরের সকলকে তল্লাশীসহ যাবতীয় দায়িত্বপালনে স্বতঃস্ফুর্ত ও আন্তরিক হতে হবে। কারো মধ্যে আন্তরিকতা ও উদ্যোগের অভাব পরিলক্ষিত হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দরবার, রোলকল এবং ট্রেনিং এর সময় এ বিষয়ে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রেষণাদান করতে হবে।

১৫/৬/০৮
(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (প্রশাসন)
পক্ষে কারা মহা পরিদর্শক।

তাগিদ
অতীব জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
ঢাকা।

স্মারক নং পিডি/সঃ-২/বিবিধ-১/২০০৯/৫১০(৬৮) তারিখ- ০২ -৮-২০০৯ খ্রিঃ

প্রেরক ঃ কারা মহা পরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাপক ঃ ১। কারা উপ মহা পরিদর্শক
সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর।

২। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক/তত্ত্বাবধায়ক
সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার।

বিষয় ঃ **কারাগার সমূহে যথাযথ তল্লাশী ও নিরাপত্তা জোরদার প্রসংগে।**

বরাত ঃ কারা অধিদপ্তরে স্মারক নং পিডি/সঃ-২/বিবিধ-১/২০০৯/৩৪১(৭০) তারিখ ৩১-৫-২০০৯ খ্রিঃ।

১। দেশের কারাগার সমূহে বি ডি আর ও জেএমবি সদস্যসহ ঝুকিঁপুর্ণ বন্দীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও বর্তমান পরিস্থিতিতে কারাগারের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং সতর্কতা অবলম্বনসহ 'ক' হতে 'ঞ' পর্যন্ত ১০ টি বিষয়ে কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও তল্লাশী কার্যক্রম জোরদার করণের জন্য বরাতোক্ত স্মারকের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল।

২। এতদব্যতীত উর্ধ্বতন কর্তপক্ষের সহিত নিবিড় যোগাযোগ এবং স্থানীয় জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করণের জন্যও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

৩। উপরোক্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতঃ কারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত ও তল্লাশী কার্যক্রম জোরদার করার জন্য পুনরায় নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

৪। এ ব্যাপারে কোন ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হ'ল।

(মোঃ গোলাম হায়দার)
কারা উপ মহা পরিদর্শক (সঃ দঃ)
পক্ষে কারা মহা পরিদর্শক
ফোন-৭৩০০৪০০ (দপ্তর)।

Sa-2-120

সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
কারা-১ অধিশাখা

নং-স্বঃমঃ ১ই-৬/২০০২(কারা-১)- ৬৩৪

তারিখ ঃ ২০/১০/২০১১ খ্রিঃ

আদেশ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন কারা অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত দেশের সকল কারাগারসমূহ স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠান বিধায় কারাগারের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখা আবশ্যক।

২। এমতাবস্থায়, দেশের কারাগারসমূহে সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারসহ সকল কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কঠোরভাবে জেলকোড অনুসরণ করে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২০/১০/২০১১
(মনোয়ার হোসেন আখন্দ)
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫০০১৭

নং-স্বঃমঃ ১ই-৬/২০০২(কারা-১)- ৬৩৪

তারিখ ঃ ২০/১০/২০১১ খ্রিঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। উপ-কারা মহাপরিদর্শক...(সকল)।
৪। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক সিলেট...(সকল)।
৫। সহকারী কারা মহাপরিদর্শক ....(সকল)।
৬। কারা তত্ত্বাবধায়ক ....(সকল জেলা কারাগার) ।

২০/১০/২০১১
(মনোয়ার হোসেন আখন্দ)
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
ঢাকা।

স্মারক নং পিডি/পরি/সার্কুলার/২০০৫/ ১৮-৯ (৭০)

তারিখ ঃ ২২ -০২-২০০৫ ইং

প্রেরক ঃ কারা মহা পরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাপক ঃ ১। কারা উপ মহা পরিদর্শক
সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর।

২। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক
সকল কেন্দ্রীয় কারাগার।

৩। তত্ত্বাবধায়ক
সকল জেলা কারাগার।

বিষয় ঃ বাহির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বন্দীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ প্রসঙ্গে ।

ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কারাগারে আটক অসুস্থ বন্দীদের বাহির হাসপাতালে প্রেরণ, অবস্থানকালীন ও ফেরৎ আনার সময় যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে না। ফলে, যে কোন সময় অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনা ঘটার আশংকা বিরাজ করছে এবং শীর্ষ সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

কারা বন্দীদের বাহির হাসপাতালে প্রেরণ এবং ফেরৎ আনার সময়ে অতিরিক্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ সকল বন্দীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কারা বন্দীদের বাহির হাসপাতালে প্রেরণ এবং ফেরত আনার সময়ে প্রয়োজনে অতিরিক্ত নিরাপত্তাসহ পুলিশ কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে শীর্ষ সন্ত্রাসী বন্দীদের ক্ষেত্রে অধিকতর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

কারা অধিদপ্তরের স্মারক নং পিডি/পরি-৩/২০০৪/৫৭৪(৬৬) তারিখঃ ০৭-৪-২০০৪ এর মাধ্যমে বাহিরের বিভিন্ন ক্লিনিক/প্রতিষ্ঠান হতে অসুস্থ বন্দীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঝুকিপূর্ণ উল্লেখ পূর্বক যে সমস্ত জেলায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রয়েছে, সে সমস্ত জেলায় অবস্থিত কারাগারের বন্দীদের উক্ত হাসপাতালে এবং যে জেলায় মেডিকেল হাসপাতাল নেই সে সমস্ত কারাগারের অসুস্থ্য বন্দীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল বিদ্যমান এমন জেলায় অবস্থিত কারাগারে বদলী/স্থানান্তরের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কারা বন্দীদের বেসরকারী ক্লিনিক/হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা/চিকিৎসা না করানোর জন্য অত্র অধিদপ্তর হতে নির্দেশনা সত্ত্বেও ক্ষেত্র বিশেষে এ নির্দেশ প্রতিপালন করা হচ্ছে না এবং এ নির্দেশ পালনের বিষয়টি তদারক করা হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে অনাকাংখিত ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। ফলে কারা বিভাগের ভাবমূর্তি বহুলাংশে ক্ষুন্ন হচ্ছে -যা কোন ক্রমেই কাম্য নহে।

বন্দীদের কারা বিধি অনুযায়ী এবং চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কোন ক্রমেই বাহির হাসপাতালে রাখা যাবে না। কোন অবস্থাতেই বেসরকারী ক্লিনিক/হাসপাতালে চিকিৎসা/পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যাবে না। বাহির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সময়ে বন্দীদের যথাসম্ভব সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

অতএব, বাহিরের হাসপাতালে চিকিৎসার নিমিত্তে প্রেরিত এবং অবস্থানরত বন্দী রোগীসহ সকল বন্দীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ও নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

22/2/05
মোঃ সিরাজুল করিম
কর্ণেল
অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক
পক্ষে-কারা মহা পরিদর্শক।

(৫)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং-পিডি/জি এল-১৯/৯৩/৫২৯(৭৬) তারিখঃ ১২ই মে '৯৩ ইং
২৯শে বৈশাখ ১৪০০ বাং

প্রেরক : মহাকারা পরিদর্শক,
বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাপক : উপ-মহাকারা পরিদর্শক,
সকল বিভাগ,
সকল কেন্দ্রীয় কারাগার।

তত্ত্বাবধায়ক,
সকল জেলা, উপ ও থানা কারাগার।

বিষয় : বাহির হাসপাতালে চিকিৎসার নিমিত্তে প্রেরিত বন্দীদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ এবং অনুমোদনপ্রদান প্রসংগে।

বরাত : অত্র অধিদপ্তরের স্মারক নং-পিডি/জি এল-১৯/৯২/১৬৮৬(৭৬) তারিখ ৩০-১২-৯২ ইং/১৬-৯-৯৯ বাং।

ঝিনাইদহ উপ-কারাগারের একজন বন্দীকে চিকিৎসা শেষে স্থানীয় সদর হাসপাতাল হইতে কারাগারে ফেরৎ আনার সময় পথিমধ্যে বোমা ফাটাইয়া উক্ত বন্দীকে ছিনতাই করা হইয়াছিল। উক্ত ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া বন্দীদেরকে বাহির হাসপাতালে প্রেরনের সময় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার নিমিত্তে বরাতে উল্লেখিত অত্র অধিদপ্তরের স্মারকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারী করা হইয়াছে। উক্ত স্মারকের মধ্যে অসুস্থ বন্দীদেরকে বাহির হাসপাতালে প্রেরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা লওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু বন্দীদের সংকটাপন্ন অবস্থায় অর্থাৎ প্রাণ নাশের আশংকা রহিয়াছে এমন অবস্থায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য চাহিয়া পুলিশ বাহিনী প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটিলে কারা বিধি ১ম খন্ডের ৫৯৭ ধারার Correction Slip No-23 মোতাবেক কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হইয়াছে।

উক্ত বন্দীদেরকে বাহির হাসপাতালে প্রেরণের অনুমোদন গ্রহণের বিষয়ে উক্ত ধারায় যে নির্দেশ আছে সেই সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু উক্ত স্মারকে বলা হয় নাই। এমনকি বন্দীদেরকে বাহির হাসপাতালে প্রেরণের অনুমোদনের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ নির্দেশ বাতিল করা হইয়াছে বলিয়া এমন কোন কথাও উক্ত স্মারকে উল্লেখ করা হয় নাই।

সুতরাং বন্দীদেরকে বাহির হাসপাতালে প্রেরণের অনুমোদনের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৪০৭-বিবিধ-২৯/৯১-কারা-২ তারিখ ৭-৯-৯২ ইং এর মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালনের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বন্দীদের বাহির হাসপাতালে প্রেরণের সময় শুধু নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উল্লেখিত ধারা (৫৯৭ ধারার Correction Slip No-23) কার্যকর হইবে। অর্থাৎ জরুরী প্রয়োজনে বন্দীর সংকটাপন্ন অবস্থায় পুলিশ বাহিনী না পাওয়া গেলে বিধি মোতাবেক জেল ওয়ার্ডার ব্যবহার করা যাইবে।

(স্বাক্ষর) ১২/৫

(মোহাঃ মকছেদ হোসেন)
উপ-মহাকারা পরিদর্শক(সদর দপ্তর)
পক্ষে মহাকারা পরিদর্শক
বাংলাদেশ।
ফোন-২৪ ৬৪ ৯৪ (দপ্তর)।

শাহাবুদ্দিন
১০/০৫/৯৩ ইং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
কারা অধিশাখা-২

তারিখঃ ১৬-১০-২০১১

নং স্বঃমঃ(কারা-২)বিবিধ-০৪/২০১১(অংশ)/ ৪৬৪

বিষয় ঃ কারাগারে আটক বন্দীদের জেলকোড অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ কারা অধিদপ্তরের স্মারক নং পিডি/আইন/এমইটি-২/২০১১/৮৬০, তারিখঃ ১৪-০৯-২০১১

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে প্রেরিত তদন্ত কমিটির মতামতের প্রেক্ষিতে দেশের সকল কারাগারগুলোতে আটক হাজতী/বন্দীদের জেলকোড অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ, চিকিৎসা, ব্যবহার এবং সকল ক্ষেত্রে সতর্ক অবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৮/১০/২০১১
(মনোয়ার হোসেন আখন্দ)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৭১৭১৭০৩

কারা মহাপরিদর্শক,
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং-পিডি/আইন/এমইটি-২/২০১১/ ৯০০৭(৭১) তারিখ ঃ ২৮-১১-২০১১ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল ঃ

১। কারা উপ মহাপরিদর্শক, সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর।
২। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক, সকল কেন্দ্রীয় কারাগার।
৩। তত্ত্বাবধায়ক, সকল জেলা কারাগার।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপরোক্ত নির্দেশানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

(ইকবাল কবির চৌধুরী)
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ)
পক্ষে-কারা মহাপরিদর্শক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
ঢাকা।

স্মারক নং পিডি/পরি-১০(সার্কুলার)/২০০৭/৩১২৫ (৬৬) তারিখঃ- ১৩/৮/২০০৭ ইং

বিষয়ঃ- কারাগারে আগমনকালে/কোর্ট হাজত হতে কারাগারে প্রত্যাবর্তনকালে বন্দীদেরকে যথাযথভাবে তল্লাশি করণ প্রসংগে

১। বর্তমানে কারাগারসমূহে ভি আই পি ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতিরসহ বিভিন্ন শ্রেণীর বন্দী অবস্থান করছে। এসব বন্দীগণ কারাগারে আগমন কালে/বিজ্ঞ আদালতে হাজিরা শেষে কারাগারে প্রত্যাবর্তন-কালে তাদের সাথে রক্ষিত কাপড় ও পোষাকাদির মধ্যে অবৈধ দ্রব্য তথা হেরোইন, গাঁজা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি নিয়ে আসে। কেউ কেউ বিভিন্ন নিষিদ্ধ দ্রব্য সেবন করে কারাগারে প্রত্যাবর্তন করে মর্মেও অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। কারাভ্যন্তরে নিষিদ্ধ দ্রব্য প্রবেশের ঘটনা কারা নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করাসহ নানাবিধ প্রশাসনিক সমস্যার সৃষ্টি করছে এবং এতে যে কোন সময় প্রাণহানির ন্যায় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে; যা কোনভাবেই কাম্য নহে।

২। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বলা হ'ল ঃ-

ক। কারাগারে আগমনকালে বন্দীদেরকে কারা বিধি যথাযথ অনুসরণ করতঃ তল্লাশি কার্য-এ্নম জোরদার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

খ। বিজ্ঞ আদালতে হাজিরা শেষে কারাগারে প্রত্যাবর্তনকালে যাতে করে বন্দীরা নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি কোর্ট হাজত হতে সংগ্রহ করতে না পারে সে ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের সহিত যোগাযোগ করতঃ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে বলা হ'ল।

৩। উক্ত নির্দেশ প্রতিপালনে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটলে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৩/৮/০৭
(মোঃ আজমল হোসেন)
সহকারী কারা মহা পরিদর্শক(প্রশাসন)
পক্ষে- কারা মহা পরিদর্শক।

১। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক
সকল কেন্দ্রীয় কারাগার।

২। তত্ত্বাবধায়ক
সকল জেলা কারাগার।

স্মারক নং পিডি/পরি-১০(সার্কুলার)/২০০৭/৩১২৫/১ (৪) তারিখঃ- ১৩/৮/২০০৭ ইং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল। কারাগারে আগমনের সময় এবং বিজ্ঞ আদালতে হাজিরা শেষে কারাগারে প্রত্যাবর্তনকালে বন্দীদেরকে কারা বিধি যথাযথ অনুসরণ করতঃ তল্লাশি কার্যক্রম সুচারুরূপে প্রতিপালিত হচ্ছে কি-না, সে বিষয়ে তদারকি করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

কারা উপ-মহা পরিদর্শক
সকল বিভাগ, বিভাগীয় দপ্তর
ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর।

১৩/৮/০৭
(মোঃ আজমল হোসেন)
সহকারী কারা মহা পরিদর্শক(প্রশাসন)
পক্ষে-কারা মহা পরিদর্শক।

খালেদ,
=====ই*।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশী বাজার, ঢাকা-১২১১।
www.prison.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-৪৪.০৭.০০০০.০২৮.০৫.০০১.১৪-২৫৭ (৭৪) তারিখঃ ০৭ চৈত্র ১৪১৯ / ৩১ মার্চ ২০১৪

প্রেরক ঃ কারা মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাপক ঃ ১। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক
সকল কেন্দ্রিয় কারাগার।

২। কারা তত্ত্বাবধায়ক
সকল জেলা কারাগার।

বিষয় ঃ পঞ্চগড় জেলা কারাগারের হাজতি মোঃ আতিক হাসানকে দিয়ে প্রধান কারারক্ষি রাশেদ আলী কর্তৃক আম পাড়ানোর ঘটনা এবং জেলার মোঃ আঃ হান্নানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রসংগে।

১। বিষয়োক্ত ব্যাপারে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য কারা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৪৪.০৭.০০০০.০২৮.০৫. ০০১.১৪-১০২১ তারিখ ০১-১২-২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিনিয়র তত্ত্বাধায়ক জনাব মোঃ মিজানুর রহমানকে সভাপতি করে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সে মোতাবেক উক্ত কমিটি বর্ণিত ঘটনা সরেজমিনে তদন্ত করতঃ রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের পত্র সংখ্যা-৪৪.০৭.৮৫০০.১৬২. ০৩.০০৩.১৪-৫৮৭ তারিখ ১৬-২-২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন কারা অধিদপ্তরে দাখিল করেন। দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয় ঃ

ক। কারা অভ্যন্তর/কারা এলাকার উঁচু গাছ হতে বন্দিদের দিয়ে ফলমূল সংগ্রহ/না পাড়ানোর কঠোররত বিধি নিষেধ জারী করা অথবা এ বিষয়ে কঠোরভাবে তাগিদ দেয়া।

খ। প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উঁচু গাছ হতে ফল পাড়ানোর জন্য যাচাইবাছাই করে প্রকৃত পেশাদার ব্যক্তি নির্বাচন করে ফলমূল পাড়ানোর নির্দেশ দেয়া;

গ। বন্দিদের গাছে উঠিয়ে ফলমূল পাড়ানোর সম্ভাব্য ক্ষতি/বিপদের দিক সংশ্লিষ্ট সকলকে মাঝে মাঝে রোলকলে কিংবা দরবারে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার নির্দেশনা দেয়া;

ঘ। কোন লোক অসুস্থ হলে কিংবা গুরুতর অসুস্থ হলে পরিস্থিতি বিচেনায় কারা বিধির ১২৪৫ ধারার আলোকে সংশ্লিষ্ট বন্দির আত্নীয় স্বজন/উর্দ্ধতন কারা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে/তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকল কারা কর্তৃপক্ষকে স্বরণ করিয়ে দেয়া;

ঙ। কারাগারের শৃংখলা/চেইন অব কমান্ড কঠোরভাবে বজায় রাখা; কেহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

২। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে তদন্ত কমিটির উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মোহাম্মদ ইফতিখারুল ইসলাম
কর্ণেল
অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক
পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক।
addlig @ prison.gov.bd

অনুলিপি কার্যার্থে ঃ

কারা উপ মহাপরিদর্শক
সকল বিভাগ
সকল সদর দপ্তর।

Ga-127(kd)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
ঢাকা

স্মারক নং-পিডি/আইন/এমইটি-২/২০০৮/ ৫০ (৫৬) তারিখ ৭ -১-২০০৮ খ্রিঃ

প্রেরক ঃ কারা মহা পরিদর্শক
বাংলাদেশ,ঢাকা

প্রাপক ঃ ১। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক
সকল কেন্দ্রীয় কারাগার

২। তত্ত্বাবধায়ক
সকল জেলা কারাগার

বিষয় ঃ **গত ২৫-১১-২০০৭ ইং তারিখে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার হতে ৫ (পাঁচ) জন বন্দী পলায়ন অপচেষ্টার বিষয়ে তদন্ত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন প্রসংগে**

১। কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার হতে গত ২৫-১১-২০০৭ ইং তারিখে ০৫ (পাঁচ) জন বন্দী পলায়ন অপচেষ্টার ব্যাপারে দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি বন্দী পলায়ন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন ঃ

ক। রাতে বন্দী পলায়ন/দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য কারাভ্যন্তরে রাতের সকল প্রহরীকে একত্রে কারাভ্যন্তরে অবস্থান করানোর ব্যবস্থা করা, যাতে সম্ভাব্য যে কোন পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত কারারক্ষী তাৎক্ষনিকভাবে মোতায়েন করা যায় ;

খ। বর্তমান অবস্থায় দেশের সকল কারাগারে আটক জে এম বি সদস্য বা দুর্ধর্ষ বন্দীদের নতুন করে চিহ্নিত করে তাদের উপর নজরদারী বাড়াতে হবে। বিদ্যমান অবস্থাতেই তাদের অধিকতর নিরাপদ সেল বা ওয়ার্ডে আটক রাখতে হবে এবং নিরাপত্তার স্বার্থে সকল সেল ও ওয়ার্ড প্রাত্যহিক ভিত্তিতে তল্লাশী করতে হবে ;

গ। যে সকল কারাগারের পেরিমিটার ওয়াল ১৮ ফুটের নীচে রয়েছে সেগুলি উঁচু করণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;

ঘ। সকল কারাগারে লকিং পদ্ধতি পরীক্ষা করে, লকিং পদ্ধতির দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনবোধে ওয়ার্ড ও সেলের তালা উল্টো করে লাগাতে হবে যাতে সহজে খোলা না যায়। মাঝে মাঝে সেল ও ওয়ার্ডের তালা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় বদল করতে হবে। তাছাড়া সেলসমূহের তালা বন্দীদের নজরের আড়ালে রাখার জন্য তালার উপরে একটি লোহা বা স্টিলের ঢাকনা হয় আরেকটি তালা দিয়ে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে ;

ঙ। যেহেতু, বন্দী পলায়নের ঘটনা রাত্রি বেলায় সংঘটিত হবার সম্ভাবনা বেশী, সেহেতু, মাঝে মাঝে রাতের বেলায় এলার্ম স্কীম অনুশীলন করতে হবে ;

চ। কারাভ্যন্তরে মশার কয়েল ষ্ট্যান্ড বা এ জাতীয় ধারালো কোন পাত অথবা অন্য কোন যন্ত্রপাতি বা অবৈধ দ্রব্যাদি বন্দীদের নাগালের মধ্যে না রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে ;

ছ। কারাগার থেকে বন্দী পলায়নে সাহায্য করতে পারে, সেগ্রিগেশন ওয়ালে এমন কোন ছোট

An-865(k)

জানালা থাকলে তা জরুরী ভিত্তিতে বন্ধ করে ভূমিতলের কাছাকাছি ছিদ্র করে তা দিয়ে টিকেট চালনার ব্যবস্থা করা ;

জ। বন্দী পলায়ন বা সম্ভাব্য যে কোন বিপদ মোকাবেলার জন্য ২০/২৫ জনের একটি সুসজ্জিত রিজার্ভ দল সর্বদা প্রস্তুত রাখা ;

ঝ। প্রত্যেকটি সেল ব্লকের জন্য আলাদা আলাদা তল্লাশী রেজিষ্টার, রাউন্ড রেজিষ্টার (দিবা ও নৈশকালীন) সংরক্ষন করার ব্যবস্থা করা ;

ঞ। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক/তত্ত্বাবধায়ক, জেলার ও ডেপুটি জেলারগণের তদারকী বৃদ্ধি করা এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

২। উপরোক্ত সুপারিশ অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মোঃ আশরাফুল ইসলাম খান
কর্ণেল
অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক
পক্ষে- কারা মহা পরিদর্শক।

স্মারক নং-পিডি/আইন/এমইটি-২/২০০৭/ /১(৫) তারিখ -১-২০০৮ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। কারা উপ মহা পরিদর্শক, সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর।

২। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার। উপরোক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের বাহিরের দিকে চারপাশে পর্যবেক্ষন করার জন্য ৫ টি পোষ্ট তৈরী, প্রহরী নিয়োগ করা এবং কারাগারের চারপাশে টহলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একই সাথে জরুরী ভিত্তিতে অন্তত ৪ টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ এবং সেখানে প্রহরী নিয়োগ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে অনুরোধ করা হল।

মোঃ আশরাফুল ইসলাম খান
কর্ণেল
অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক
পক্ষে- কারা মহা পরিদর্শক।

স্মারক নং-পিডি/আইন/এমইটি-২/২০০৭/ /২ তারিখ -১-২০০৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, (দৃঃ আঃ যুগ্ন সচিব প্রশাসন) ঢাকা এর বরাবরে প্রেরণ করা হল।

মোঃ আশরাফুল ইসলাম খান
কর্ণেল
অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক
পক্ষে- কারা মহা পরিদর্শক।

An-865(k)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
ঢাকা।

স্মারক সংখ্যা পিডি/পরি-১০(সার্কুলার)/২০০৮/১৪৩৭(৬৭) তারিখঃ ০৫-০৪-২০০৮ খ্রিঃ

বিষয় ঃ কারাবিধি যথাযথভাবে অনুসরনের বিষয় বন্দীদেরকে অবহিত করণ প্রসঙ্গে

১। কারাগারে আটক কোন কোন বন্দী (বিশেষ করে অনেক ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দী) কারা বিধি মোতাবেক যথাযথ আচরণ করছে না মর্মে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন ঃ

ক। তল্লাশিতে বাঁধা দেয়া / প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না করা ;

খ। যথাসময়ে লক আপে না যাওয়া ;

গ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাক/ বস্ত্র রাখা ;

ঘ। দেখা সাক্ষাতে অধিক সময় ব্যয় করা ;

ঙ। উত্তেজিত হয়ে কারারক্ষীদের সাথে দুর্ব্যবহার করা ;

চ। বাইরের রান্না করা খাবার কারাগারে প্রবেশের চেষ্টা করা ;

ছ। অবৈধ ভাবে রান্না ঘরে প্রবেশ এবং স্পেশাল রান্না করার অপচেষ্টা করা ;

জ। অতিরিক্ত সেবা পাওয়ার চেষ্টা করা ;

ঝ। শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ করা ;

ঞ। টাকা পয়সা সাথে রাখা / কিংবা রাখার চেষ্টা করা ;

ট। মোবাইল ফোন ব্যবহারের চেষ্টা করা ;

ঠ। বাহির হাসপাতালে অবস্থানকালীন আত্মীয়-স্বজনের সাথে অবৈধভাবে সাক্ষাৎ করা ইত্যাদি।

২। সকল বন্দীকে জেলকোডের বিধি-বিধান যথাযথভাবে মেনে চলার লিখিত নোটিশ জারীর এবং নিয়মিত পরিদর্শনকালে ও দরবারে পয়েন্টগুলো আলোচনা এবং অনিয়ম পরিহারের জন্য নির্দেশদানের জন্য বলা হ'ল। পরিদর্শনকালে এ পয়েন্টগুলোর ভিত্তিতে আলোচনা ও সতর্কীকরণের সমর্থনে তত্ত্বাবধায়কের মিনিট বহিতে এবং দরবারে আলোচনা ও সতর্কীকরণের সমর্থনে দরবারের মিনিটে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। নোটিশসমূহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঝুলিয়ে জারী করতে হবে।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (প্রশাসন)
পক্ষে-কারা মহা পরিদর্শক।

১। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক,
সকল কেন্দ্রীয় কারাগার

২। তত্ত্বাবধায়ক,
সকল জেলা কারাগার।

স্মারক সংখ্যা পিডি/পরি-১০(সার্কুলার)/২০০৮/১৪৩৭/১(৪) তারিখঃ ০৫-৪-২০০৮ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতির ও অধীন কারাগারসমূহে নির্দেশনা প্রতিপালন নিশ্চিত করার অনুরোধ করা হ'ল।

কারা উপ মহা পরিদর্শক,
সকল বিভাগ, বিভাগীয় দপ্তর,
ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (প্রশাসন)
পক্ষে-কারা মহা পরিদর্শক।

Personal file.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১।
www.prison.gov.bd

স্মারক নং ৪৪.০৭.০০০০.০২৪.০২.০১৩.১২-৫১৬(৯৫) তারিখ ঃ ২৭ -১১-২০১২ খ্রিঃ

বিষয় ঃ বন্দীদেরকে প্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান প্রসঙ্গে।

১। কারাগার এখন শুধুমাত্র সাজাভোগের স্থান নয় বরং এটি একটি সংশোধনী প্রতিষ্ঠান। এ লক্ষ্যে কারাগারের নাম পরিবর্তন করে **"সংশোধনাগার"** করার বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ কারাগারে বন্দী হিসেবে অবস্থান করে। কারাবাসকালে তাদের মানবিক উৎকর্ষ সাধন, উগ্রতালোপ, অপরাধকে ঘৃণা করার মানসিকতা সৃষ্টি, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের অভিপ্রায় উদ্বুদ্ধকরণসহ সচেতন করার উদ্দেশ্যে বন্দীদের মানবিক গুণাবলী জাগ্রত করা আবশ্যক। সফলভাবে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হলে বন্দীরা তাদের অতীত কর্মকান্ড, কৃতঅপরাধ এবং ঘৃণীত কার্যকলাপ সম্পর্কে সমাজ ও দেশের সাধারণ মানুষের অনুভূতি সম্পর্কে বুঝতে পারবে। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়ে সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভের মানসিকতায় পূর্ণাঙ্গরূপে প্রস্তুত হতে পারবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কারা কর্মকর্তাদের প্রতিদিন অন্তত ০১ (এক) ঘন্টা করে সপ্তাহে ০৫ (পাঁচ) দিন বন্দীদের উদ্দেশ্যে প্রেষণামূলক বক্তব্য রাখতে হবে।

২। উপর্যুক্ত বিষয়ের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৭/১১/২০১২

(এ, কে, এম জহির উদ্দিন বাবর)
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
পক্ষে- কারা মহাপরিদর্শক।

কার্যার্থেঃ

১। কারা উপ মহাপরিদর্শক, সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর।
২। সিনিয়র জেল সুপার, সকল কেন্দ্রীয় কারাগার।
৩। জেল সুপার, সকল জেলা কারাগার।

জ্ঞাতার্থে ঃ

১। কারা উপ মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (সকল), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/বাজেট অফিসার/পরিসংখ্যানবিদ, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। কারা মহাপরিদর্শক/অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। ভারপ্রাপ্ত সহকারী, সকল শাখা, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকা।

পত্র নং- ৪৪.০৭.২৬০০.০৬১.০২.০২.০১০.১২- ১০৫৬(২১)/১ তারিখঃ ৫০ /১২/২০১২ খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও পত্রের মর্মানুয়াযী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক/তত্ত্বাবধায়ক .... নরসিংদী .... কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার বরাবর প্রেরণ করা হ'ল।

০৩/১২/২০১২

মোঃ গোলাম হায়দার
কারা উপ-মহা পরিদশক
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

পত্র নং- ৪৪.০৭.২৬০০.০৬১.০২.০২.০১০.১২-১০৫৬(২১)/১ তারিখঃ০৬/১২/২০১২ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য কারা মহা পরিদর্শক, বাংলাদেশ, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা হ'ল।

০৩/১২/২০১২

মোঃ গোলাম হায়দার
কারা উপ-মহা পরিদর্শক
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

অতীব জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশী বাজার, ঢাকা-১২১১।
www.prison.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০৭.০০০০.০২৮.০৫.০০১.২০১৩-৩৮১ (৭৩) তারিখ ঃ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০ / ০৩ জুন ২০১৩

প্রেরক ঃ কারা মহা পরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাপক ১। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক
সকল কেন্দ্রীয় কারাগার

২। কারা তত্ত্বাবধায়ক
সকল জেলা কারাগার

বিষয় ঃ **কারা বন্দিদের ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করণ প্রসংগে।**

১। অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সাম্প্রতিককালে কারাগারে বন্দী আত্মহত্যার মত অনভিপ্রেত ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। বন্দিগণ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনে আত্মহত্যা করছে, এরমধ্যে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহননের প্রবনতাই বেশী। কারাগারের প্রহরা পদ্ধতির দুর্বলতার কারণেই এ ধরণের আত্মহত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অনুমিত হচ্ছে। কয়েদী ম্যাট ও পাহারাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমন্ধে ওয়াকিবহাল করা হয় না বলেও প্রতিয়মান হয়। বন্দিদের নিরাপদ হেফাজত নিশ্চিত করা কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব এবং কর্তব্য। কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার কারণেও এ ধরণের অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

২। বন্দিদের অনাকাংখিত আত্মহত্যা রোধ কল্পে কারা বিধি ১ম খন্ডের ৩৯২, ৩৯৯, ৪৩২, ৪৩৪, ৪৪৫, ৪৫৩, ৪৫৫, ৪৫৯, ৮০৬ ও ৮০৭ ধারা যথাযথভাবে অনুসরণ/প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। সেসাথে সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে স্বঃ স্বঃ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হলো।

৩। কারো কর্তব্যে অবহেলার জন্য বন্দি আত্মহত্যার মত ঘটনা সংঘটিত হলে তার প্রতি আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। বিষয়টি রোল কলে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবহিত করতঃ স্বারকটির প্রাপ্তি স্বীকার করার জন্য বলা হলো।

মোঃ আশরাফুল ইসলাম খান
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ)
কারা মহাপরিদর্শক
ig @ prison.gov.bd

অনুলিপি কার্যার্থে ঃ

কারা উপ মহাপরিদর্শক
সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর।

উপরোক্ত নির্দেশনা কার্যকর করার ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বলা হলো।

Ab-202

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
ঢাকা।

স্মারক সংখ্যা পিডি/পরি-১০(সার্কুলার)/২০০৯/১৭১৪(৭১) তারিখ ঃ ০৭-৬-২০০৯ খ্রিঃ

বিষয় ঃ বন্দী কর্তৃক **কারা অপরাধ সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিহারের লক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে**

কারা বন্দীগণ কর্তৃক অপর বন্দীদের বলাৎকার করাসহ কারা বিধি বহির্ভুত বিভিন্ন অপরাধ সংঘটনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়। বিষয়টি পরিহারের লক্ষ্যে স্থানীয় কারা কর্তৃপক্ষকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল ঃ

ক। কারা অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে বন্দীদের স্পষ্ট ধারণা প্রদান;

খ। সমাজে এর কুফল সম্পর্কে বন্দীদের অবহিত করণ;

গ। ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে এর ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরার জন্য ধর্মীয় উপদেষ্টাগণ কর্তৃক সক্রিয় ভূমিকা পালন;

ঘ। অপরাধী বন্দীদের চিহ্নিত করে তাদের উপর নজরদারী বৃদ্ধি করা;

ঙ। কারা অপরাধের শাস্তি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা।

(মোঃ জাহাঙ্গীর কবির)
সহকারী কারা মহা পরিদর্শক (উন্নয়ন)
পক্ষে- কারা মহা পরিদর্শক।
☏ ৭৩০০৪৬৬ (দপ্তর)।

১। সিনিয়র কারা তত্ত্বাবধায়ক
সকল কেন্দ্রীয় কারাগার।

২। কারা তত্ত্বাবধায়ক
সকল জেলা কারাগার।

অনুলিপিঃ

অনুলিপি অবগতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন তদারকির জন্য।

কারা উপ মহা পরিদর্শক
সকল বিভাগ, বিভাগীয় দপ্তর
ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর।

Pory-14-09(N)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং পিডি/সঃ-২/বিবিধ-১/২০০৯/ ৩৪৭(৬৬) তারিখ- ২-৬-২০০৯ খ্রিঃ

প্রেরক ঃ কারা মহা পরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাপক ঃ ১। সিনিয়র তত্ত্বাবধায়ক
সকল কেন্দ্রীয় কারাগার।
২। কারা তত্ত্বাবধায়ক
সকল জেলা কারাগার।

বিষয় ঃ **কারা বন্দীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা প্রসংগে।**

১। সম্প্রতি বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, কারা বন্দীরা দেখা সাক্ষাতের সময় এবং কারাভ্যন্তর থেকে বিভিন্নভাবে আত্মীয় স্বজনের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে,যা বিধির অন্তরায় এবং কোন ভাবেই কাম্য নয়। বন্দীরা মোবাইলের মাধ্যমে কারা অভ্যন্তর হতে সন্ত্রাসীদের সাথে যোগাযোগ করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখছে বলে সম্প্রতি দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে।

২। কারা বন্দীরা যাতে কোন ভাবেই মোবাইল ব্যবহারের সুযোগ না পায় সে লক্ষ্যে দেখা সাক্ষাতের সময় সাক্ষাৎকার কক্ষের ভিতরে ও বাহিরে এবং কারাভ্যন্তরে কঠোর নজরদারী বৃদ্ধি এবং তা সর্বদাই অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হ'ল। এর ব্যত্যয় কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে আরও যত্নশীল হওয়ার নিমিত্তে সতর্ক করা হ'ল। অন্যথায় দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা হেতু বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হবে বলে সকলকে অবগত করা হ'ল।

২/৬/০৯

মোঃ আশরাফুল ইসলাম খান
কর্ণেল
অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক
পক্ষে কারা মহা পরিদর্শক।

স্মারক নং পিডি/সঃ-২/বিবিধ-১/২০০৯/ ৩৪৭(৬৬)/৭(৪) তারিখ- ২-৬-২০০৯ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা উপ মহা পরিদর্শক, সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর এর বরাবরে প্রেরন করা হ'ল।

২/৬/০৯

মোঃ আশরাফুল ইসলাম খান
কর্ণেল
অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক
পক্ষে কারা মহা পরিদর্শক।

Sa-2-68

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং-পিডি/সঃ-২/বিবিধ-১/২০০৯/৩৪৭(৬৬) তারিখ-০২/০৬/২০০৯ ইং।

সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	
শাখা	নঃ শাঃ/ডঃ শাঃ/মুঃ শাঃ/অঃ শাঃ/মোঃ শাঃ/উঃ বিঃ/কোঃ হাঃ
রেজিঃ নং ৩৮৮৫	তাং ২৮/৬/০৯
সিনিয়র জেল সুপার	
জেলার	

প্রেরক ঃ কারা মহা পরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রাপক ঃ ১। সিনিয়র জেল সুপার
সকল কেন্দ্রীয় কারাগার।
২। জেল সুপার
সকল জেলা কারাগার।

বিষয় ঃ কারা বন্দীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা প্রসংগে।

১। সম্প্রতি বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, কারা বন্দীরা দেখা-সাক্ষাতের সময় এবং কারাভ্যন্তর থেকে বিভিন্নভাবে আত্নীয় স্বজনের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে, যা বিধির অন্তরায় এবং কোন ভাবেই কাম্য নয়। বন্দীরা মোবাইলের মাধ্যমে কারা অভ্যন্তর হতে সন্ত্রাসীদের সাথে যোগাযোগ করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখছে বলে সম্প্রতি দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে।

২। কারা বন্দীরা যাতে কোন ভাবেই মোবাইল ব্যবহারের সুযোগ না পায় সে লক্ষ্যে দেখা সাক্ষাতের সময় সাক্ষাৎকার কক্ষের ভিতরে ও বাহিরে এবং কারাভ্যন্তরে কঠোর নজরদারী বৃদ্ধি এবং তা সর্বদাই অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হ'ল। এর ব্যত্যয় কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে আরও যত্নশীল হওয়ার নিমিত্তে সতর্ক করা হ'ল। অন্যথায় দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা হেতু বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হবে বলে সকলকে অবগত করা হ'ল।

স্বাক্ষরিতঃ
মোঃ আশরাফুল ইসলাম খান
কর্নেল
অতিরিক্ত কারা মহা পরিদর্শক
পক্ষে-কারা মহা পরিদর্শক

স্মারক নং-কুম/বিবিধ-১/২০০৯/ ১৬৯৫(১৬) তারিখ-২২/০৬/২০০৯ ইং।

অনুলিপি অবগতি ও পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র জেল সুপার/ ~~জেল সুপার~~ ......সিলেট...... কেন্দ্রীয়/~~জেলা~~ কারাগার বরাবরে প্রেরণ করা হলো।

২২/৬/২০০৯
(মোঃ ফজলুর রহমান)
কারা উপ-মহা পরিদর্শক
চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ
সদর দপ্তর, কুমিল্লা।

স্মারক নং-কুম/বিবিধ-১/২০০৯/ তারিখ-১৮/০৬/২০০৯ ইং।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য কারা মহা পরিদর্শক, বাংলাদেশ ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করা হলো।

(মোঃ ফজলুর রহমান)
কারা উপ-মহা পরিদর্শক
চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ
সদর দপ্তর, কুমিল্লা।